{হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিন}

দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র
শায়খ আল-মুজাহীদ আবু মুহাম্মদ আল-আদনানী আশ-শামী
(হাফিজাহুল্লাহ)-এর বিবৃতি

দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র

শাইখ আল-মুজাহিদ আবু মুহাম্মদ আল-আদনানী আশ-শামী

(হাফিজাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য

হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর দিকে আহবানকারীর আহ্বানে সাড়া দিন!

অনুবাদ:

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা সর্বশক্তিমান ও সর্বদৃঢ় আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর যিনি তরবারি দিয়ে রহমত হিসেবে সকল সৃষ্টি জগতের কাছে প্রেরিত হয়েছেন। অতঃপর:

আল্লাহ বলেন, {হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী }[আল-মায়দাহ:৫৪]

তিনি (সুবহানাহ) বলেন, {হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক }[আত-তাওবাহ:১২৩]

এবং তিনি (সুবহানাহ) বলেন, {মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। }[আল-ফাতহ্: ২৯]

তিনি (সুবহানাহ) আরও বলেন, {তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চির শত্রুতা থাকবে।}[আল-মুমতাহিনাহ:৪]

নিশ্চয়ই, আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাহে লড়াইকারী মুজাহিদিন -যাদের তিনি তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন, যারা আল্লাহ কর্তৃক তাঁর হুকুম প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর শরীয়াহ দ্বারা শাসন করার জন্য তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্য থেকে বাছাইকৃত- তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো তারা কুফফারদের বিরুদ্ধে কঠোর, অহংকারী এবং বেপরোয়া। তারা অহংকারী তাদের আকিদাহ এবং তাওহীদের কারণে, তাদের নিজেদের কারণে নয়। আল্লাহর ফদলে কুফফারদের বিরুদ্ধে তাদের নিশ্চিত নুসরত, কতৃত্ত্ব প্রতিষ্ঠা এবং বিজয়ের কারণে, তাদের অস্ত্র কিংবা সংখ্যার কারণে নয়।

তারা মানুষের নিন্দা উপেক্ষা করে তাই নিয়ে এগিয়ে যায় যা তাদের রব তাদেরকে আদেশ করেছেন, কারণ মানুষের রব তাদের ভালবাসেন। আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য তারা মানুষের তৈরি কতো সংখ্যক আইন, প্রথা আর রীতিনীতির বিরুধিতা করেন, সে ব্যাপারে তারা ভ্রুক্ষেপ করেন না। তারা কোন বিপর্যয়কে ভয় করেন না, যত মানুষই তাদের বিরুদ্ধে জমায়েত হোক না কেন, কারণ আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। তারা শিকারের প্রতি হিংস্র প্রাণীর ন্যায় কুফফারদের প্রতি কঠোর এবং নির্দয়।

যাদের আল্লাহ বাছাই করেছেন, পছন্দ করেছেন, তাদের উপর তার রহমত বর্ষণ করেন, যাতে তারা তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে, তার আইন প্রয়োগ করে, কুফফারদের থেকে পৃথক হয়, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং তাদের প্রতি তাদের শত্রুতা এবং ঘৃণা প্রকাশ করে। তারা তাদের সাথে মিত্রতা করে না, কোন আপোষও করে না। তারা তাদের মধ্যে বসবাস করে না এবং তাদের ছায়াতলেও বসে না। তারা তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শণ করে না, এমনকি যদিও তারা তাদের পরিবার, গোত্র অথবা সম্প্রদায়ের লোক হয়। এই হচ্ছে তাদের অবস্থা যারা আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে। তাদের লম্বা ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ পথে যত কিছুই তাদেরকে বাধা দান করুক না কেন, তারা তাদের পথ পরিবর্তন করে না।

আমরা সাম্প্রতিক কপটতাপূর্ণ বছরগুলোতে এমন অনেককেই দেখেছি যারা আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ এবং সংগ্রাম করার দাবি করে, যখন বস্তুত তারা নবীদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তারা আমাদের

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর মহান সাহাবীদের দেখানো পথ গ্রহণ না করে অন্য পথ গ্রহণ করেছে। আপনারা তাকে পরাজয়ের দিনগুলোকে ভয় করতে দেখবেন। সে জনগণের নিন্দাকে ভয় করে। সে কুফফারদের তোষামোদ করে এবং তাদের সাথে আপোষ করে। তারা তাদের ক্রীড়ানক হিসেবে কাজ করে তাদের তৃষ্ঞা নিবারণ করে। বরং, সে তাদের সাথে মিত্রতা করে, তাদের পক্ষাবলম্বন করে এবং তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শণ করে।

আপনারা তাকে তাদের সাথে মিষ্টি কথা বলে এবং তাদের মাঝে তাদের ক্ষমতার অধীনে অফিস খোলার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে দেখবেন, তাদের কাছ থেকে মুনাফা প্রাপ্তির এবং তাদের ক্ষতিকে এড়িয়ে যাওয়ার আশায়। আপনারা তাকে তাদের সাহায্য, সহযোগিতা এবং সমর্থনের জন্য অনুনয়-বিনয় এবং ভিক্ষা করতে দেখবেন।

যেখানে দাওলাতুল ইসলাম মর্যাদার পথকে জেনেছে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পথ। তা তাঁর পদচিহ্নকে অনুসরণ করেছে এবং তাঁর দেখানো পথ আকড়ে ধরেছে। তা কখনই এই পথ পরিবর্তন করবে না বা এই পথ থেকে বিচ্যুত হবে না, ইনশা’আল্লাহ।

আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের পথে চলতে থাকবো। আমরা নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করি না। এমনকি যদি সকল মানুষ মিলে একত্রিত হয়ে আমাদের আক্রমন করে তবুও আমরা সে ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করি না এবং কতো গুলো জাতি আমাদের বিরুদ্ধে ধাবিত হচ্ছে আর কতোগুলো তরবারী আমাদের আঘাত করছে, তা আমাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। আমরা ভ্রুক্ষেপ করি না। যদিও জ্ঞান সম্পন্ন গর্দভরা (দরবারী আলেম) কাঁদা মাটিতে হোঁচট খায়, আল্লাহর ইচ্ছায় তা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না, কারণ আমরা আল্লাহর অন্তর্দৃষ্টিতে আছি। আমরা আমাদের নিজেদের মনগড়া কোন কিছু নিয়ে আসি নি, না আমরা আমাদের রবের কিতাব এবং আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহে যা আছে তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করেছি।

হে সর্বস্তরের মুসলিমগণ, আমরা বরকতপূর্ণ রামাদান মাসের আগমন উপলক্ষে আপনাদের অভিনন্দন জানাই। আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি আমাদের এই ফজিলতপূর্ণ মাস দান করার জন্য। অতঃপর এই মহান মাসের সুযোগ গ্রহণ করুন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, সৎ কাজের দিকে অগ্রসর হোন এবং সেগুলোর মধ্য থেকে সর্বোৎকৃষ্ট আমল সমূহের অন্বেষণ করুন। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আমল হচ্ছে জিহাদ। অতঃপর এর দিকে অগ্রসর হোন। এই ফজিলতপূর্ণ মাসে যুদ্ধ করা আর শাহাদত প্রাপ্তির আকাংখা করুন, কারণ এই মাসের এক একটি নফল ইবাদত অন্যান্য মাসের ফরয ইবাদতের সমান এবং একটি ফরয ইবাদত বহুগুন বেশি ফজিলতপূর্ণ।

তাই, বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি রামাদানে জিহাদ এবং লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আকাংখা করেন। জিহাদের সমান কোন ইবাদত নেই এবং রামাদান মাসের জিহাদ অন্যান্য মাসের জিহাদের সমান নয়। অতঃপর, সুসংবাদ তাদের জন্য যারা আল্লাহর রাহে যোদ্ধা হিসেবে রামাদান মাস অতিবাহিত করেন এবং সুসংবাদ তার জন্য যাকে আল্লাহ এই ফজিলতপূর্ণ মাসে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন। আল্লাহ যেন এই ফযিলত পূর্ণ মাসে শহীদদের মর্যাদা অন্যান্য মাসের চেয়ে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেন। অতঃপর, হে মুসলিমগণ জিহাদের দিকে তড়িৎ গতিতে অগ্রসর হোন, এবং সর্বত্র থাকা হে মুজাহিদিনগণ, তীব্র বেগে ছুটে যান এবং রামাদানেরই এই মাসকে কুফফারদের জন্য বিপর্যয়ের মাস বানিয়ে দিন।

হে সর্বস্তরের আহলুস-সুন্নাহগণ, বিশেষ করে যারা ইরাকে আছেন, আপনারা রাফিদাদের এমন এক বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছেন, যার ব্যাপারে অতীতে আমরা আপনাদের সতর্ক করেছিলাম। আপনারা বাগদাদ, দিয়ালা, আল-আনবার, কারকুক এবং সালাহউদ্দিনে সেটাকে এক বাস্তবতা হিসেবে নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছেন। বাগদাদে প্রতিদিন আহলুস-সুন্নাহের গুম, হত্যা, উচ্ছেদের বিষয়টা আপনাদের অজানা নয়। একজন সুন্নীর কোন সাহস নেই তার দ্বীনকে প্রকাশ করার, না আছে তার দ্বীনে প্রবেশ করার। আপনাদের মধ্যে কে তার ছেলের নাম 'উমার, 'উসমান অথবা 'মুওয়াবিয়া রাখতে সক্ষম? আপনাদের মধ্যে কে আজ বাগদাদে ঢুকতে সক্ষম? রাফিদারা কোন সুন্নীকে বাগদাদে ঢুকতে দেয় না। এমনকি, তারা ভুলক্রমে "সুন্নী" মনে করা লোকদেরও ঢুকতে দেয় না। তারা সাহাওয়াত, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর মুরতাদদের মধ্য থেকে তাদের চাকর,

তাদের অনুসরণকারী এবং তাদের কুকুরদেরও ঢুকতে দেয় না, কারণ তারা নামে মাত্র হলেও আহলুস-সুন্নাহ হিসেবে বিবেচিত, তাদের দীর্ঘ সময়ের সেবা, তাদের (রাফিদাদের) রক্ষা করার জন্য আত্মনিয়োগ এবং আসল সাফাভীদের চেয়েও বেশি সাফাভী হওয়া সত্বেও।

আল-আনবারের সেই মুরতাদ সুন্নী অফিসারের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করুন, যে সাফাভীদের পায়ের জুতা ছিলো এবং মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করছিলো। তার পূর্বাপর অবস্থা রাফিদাদের সাথে তার কোন কাজে আসে নি। যখন সে মুজাহিদিনদের থেকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে পালালো, রাফিদারা তাকে শহরের প্রধান ফটকে আটকিয়ে তার মেয়েদের নিয়ে দরকষাকষি করলো এবং এ ছিলো এমন এক ধাক্কা যা তাকে জাগিয়ে তুলে এবং তাকে গোমরাহী থেকে ফিরিয়ে দেয়। সে আল-আনবারে মুজাহিদিনদের কাছে ফিরে আসে, তওবাহ করে।

রাফিদারা কখনই আহলুস-সুন্নাহর প্রতি রহম প্রদর্শণ করবে না, যদি তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। তারা কেমন করে রহম প্রদর্শণ করবে? যখন তারা বিশ্বাস করে সুন্নীদের হত্যা করা তাদেরকে তাদের মিথ্যা “মাবুদদের” নিকটে নিয়ে যায়, এমনকি যদিও এই “সুন্নী” পরিপূর্ণভাবে তার দ্বীন ত্যাগ করে এবং শুধু তার নাম ধরে রাখে এবং যদিও সে তাদের গোলাম অথবা দাস ছিলো, যে তাদের সেবা এবং রক্ষার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিল।

এবং আমরা আজ আপনাদের সাথে কোন সম্ভাব্য ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলছি না, বরং আমরা এমন এক বাস্তবতাকে নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলছি যা আপনারা নিশ্চয়তার সাথে প্রত্যক্ষ করছেন। যখনই রাফিদা মোবিলাইজেশন (যোদ্ধারা) আল-আমিরিয়্যাহতে প্রবেশ করে, সাথে সাথে তারা সাহাওয়াতদের ঘাঁটিসমূহে হামলা চালায় -প্রতারণা আর বিশ্বাসঘাতকতার সাহাওয়াত। যখনই রাফিদা মোবিলাইজেশন আদ-দুলুয়িয়্যাহতে প্রবেশ করে, তারা জুমা’আর সালাত বন্ধ করে। এবং আপনারা দেখেছেন তারা দিয়ালা, সালাহউদ্দিন এবং আল-আনবারে কি করেছে, মসজিদসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং উড়িয়ে দিয়েছে, তার সাথে আহলুস-সুন্নাহকে হত্যা, জবাই করেছে, আগুনে জ্বালিয়েছে এবং উচ্ছেদ

করেরছ, তাদের সহায়-সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। আপনারা নিশ্চিতভাবে তা প্রত্যক্ষ করেছেন, হে আহলুস-সুন্নাহ।

আপনাদের কাছে কি সেই জুয়েলার্স এবং মানি-এক্সচেঞ্জারদের খবর পৌঁছেছে, যারা সামাররাতে অপহৃত হয়েছিল এবং নিথর লাশ হয়ে ফিরে এসেছিলো? আপনারা কি অতিসম্প্রতি আল-আদামিয়্যাহ'র ঘটনা, রাফিদাদের চেঁচামেচি এবং আপনাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার সময় তারা আপনাদের বিরুদ্ধে যা দাবি করেছিল তা ভুলে গেছেন? আপনারা কি শুনেন না তারা আপনাদের "সাপের মাথা" বলে অভিহিত করে, ভীতি প্রদর্শণ করে, তারা আপনাদের প্রতিদিন হুমকি প্রদান করে, হে আহলুল-আনবার? হে আহলুস-সুন্নাহ, আপনারা কি দেখেন না আপনাদের হাজার হাজার লোক দক্ষিণ বাগদাদের কারাগারে ধুঁকে মরছে? আপনারা কি জানেন না তাদের মধ্যে রয়েছে ১৩০০ সতী, পবিত্র নারী? এবং এইগুলো হচ্ছে শুধু তা, যা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

হে সর্বস্তরের আহলুস-সুন্নাহ, ক্রুসেডাররা ইরাককে সম্পূর্ণভাবে আহলুস-সুন্নাহ মুক্ত এবং পরিপূর্ণ ভাবে রাফিদাদের জন্য করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অতঃপর জেগে উঠুন, হে সর্বস্তরের আহলুস-সুন্নাহগণ, কারণ বিষয়টা অতি গুরুতর! রাফিদারা তাদের আসল চেহারা উন্মচোন করেছে। আপনাদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা এবং বিদ্বেষের সীমা আপনাদের কাছে এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং ক্রুসেডারদের আপনাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ রাফিদাদের চেয়ে কম নয়। {আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের মনঃপুত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।}[আল-বাকারাহ:১০৫]। {বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি সম্ভব হয়।}[আল-বাকারাহ:২১৭]।

নিশ্চয়ই, আল্লাহর ফদলে, ক্রুসেডাররা ইরাক হতে জিহাদকে সরিয়ে দেয়ার আশা হারিয়ে ফেলেছে। তারা আহলুস-সুন্নাহকে মুজাহিদিনদের থেকে দূর করতে সক্ষম হয় নি এবং তারা রাজনৈতিক পদ্ধতির নামে তাদের দলে ভেড়াতেও অক্ষম হয়েছে। অতঃপর, ক্রুসেডাররা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে এবং আহলুস-সুন্নাহরা মুজাহিদিনদের পাশে জমায়েত হতে শুরু করেছেন। প্রতিদিন গোত্রপতি এবং

উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মুজাহিদিনদের প্রতি বাইয়াহ প্রদান ইহুদীদের ভীত-সন্ত্রস্থ এবং সতর্ক করেছে।

তাই তারা ইরাককে রাফিদা, ইরান এবং কুর্দি নাস্তিকদের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে করে তারা আহলুস-সুন্নাহর হত্যা, কারারোধ এবং উচ্ছেদ জারি রাখতে পারে। এই হচ্ছে এমন এক বাস্তবতা যা দ্বিপ্রহরের সূর্যের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং এই হচ্ছে খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ক্রুসেডারদের আসল পরিকল্পনা। একইভাবে, -অভিশপ্ত, কুৎসিত আস-সিস্তানি, ক্রুসেডারদের মুফতীর একটি ফাতওয়ার মাধ্যমে- রাফিদা মোবিলাইজেশন এর গঠন সম্পন্ন হয়, স্বল্প সময়ের মধ্যে একে প্রশিক্ষিত এবং অস্ত্রসজ্জিত করা হয় এবং তারা পরিপূর্ণভাবে ক্রুসেডারদের আকাশ পথে সাহায্যপ্রাপ্ত। পুরো পৃথিবী থেকে রাফিদাদের আসার জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়। তারা ব্রিগেড, মিলিশিয়া,দল এবং গ্রুপসমূহ তৈরি করলো, এমনকি প্রতিটি দলের জন্য নয় বরং, প্রতিটি ব্রিগেডের জন্য একটি করে স্যাটেলাইট চ্যানেল স্থাপন করলো যা তাদের বিষয়াদি সম্প্রচার করবে।

যখন অন্যদিকে, আমরা আহলুস-সুন্নাহ'র মুরতাদদের ক্রুসেডারদের কাছে অভিযোগ করতে আর তাদের পায়ে চুমু দিতে দেখি, যাতে তারা তাদের অস্ত্র সরবরাহ করে, কিন্তু কোন কাজে লাগলো না। রাফিদা নিয়ন্ত্রিত এলাকা সমূহ ধীরে ধীরে আহলুস-সুন্নাহ মুক্ত করা হচ্ছে, তাদের হত্যা, কারারোধ এবং উচ্ছেদেরে মাধ্যমে। প্রতিদিন শত শত গ্রেফতার হচ্ছেন এবং স্থানচ্যুত আহলুস-সুন্নাহদের সেসব এলাকায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না, যেসব এলাকা রাফিদারা দখল করেছে। কে দিয়ালা অথবা তিকরিতে ফিরে গেছে? কে ফিরে গেছে জুরফ আস-সাখর অথবা আল-কার'উলে অথবা আল-উআয়াসাত কিংবা অন্যান্য জায়গায়? উদ্বাস্তু আহলুস-সুন্নাহর লোকদের রাফিদা নিয়ন্ত্রিত কোন এলাকায় প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হয় না, বিশেষ করে আল-আনবারের লোকেদের- এবং তাদের মধ্যে যারাই বাগদাদে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে তাদের তাড়া করা হয়েছে, হত্যা, কারারোধ কিংবা উচ্ছেদ করার জন্য। আপনারা কি বাগদাদের সেই সাইনবোর্ড পড়েন নি যেখানে লেখা আছে: "যারাই আল আনবারের উদ্বাস্তুদের আশ্রয় প্রদান করবে তারা সন্ত্রাসী।"

এইভাবে, আল-আনবার থেকে স্থানচ্যুতরা খোলা আকাশের নিচে তপ্ত মরুভূমিতে জলন্ত অবস্থায় পরিত্যাক্ত হলো, তার পরেও এখন পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিজেদের সম্প্রদায় এবং নিজেদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা কষ্ট ভোগ করে এবং অপমানের পেয়ালা থেকে পান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই! {আমরা কিন্তু তাদের প্রতি জুলুম করি নাই বরং তারা নিজেরাই নিজের উপর অবিচার করেছে।}[আল-হুদ:১০১]

এটা তাদের জিহাদ পরিত্যাগ এবং তাদের কিছু সন্তানদের ক্রুসেডার এবং রাফিদাদের প্রতি আনুগত্য, তার সাথে সাহাওয়াত আর সাফাভী আর্মিতে যোগ দান করা আর তাদের কাছে থেকে সম্মান অন্বেষণ করার ফলাফল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আল্লাহ তাদের অপদস্থ করেছেন। { আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না।}[আল-হাজ্ব:১৮]। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসেও নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে, "যখন তোমরা 'ইনাহ (এক প্রকারের সুদী ব্যবসা) তে বানিজ্য করবে, গরুসমূহের লেজ আঁকড়ে ধরবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তোমাদের উপর অবমাননা আপতিত করবেন এবং তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তা উঠিয়ে নিবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে যাও।" হে আহলুল-আনবার, নিজেদের ঘরে ফিরে যান এবং নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে আসুন। নিজেদের দ্বীনে ফিরে আসুন!

এবং যেহেতু পরিস্থিতি এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে এবং সম্ভবত সুন্নী নামধারী মুরতাদরা এখন রাফিদাদের বাস্তবতা জানতে পেরেছে, আমরা বলি: আমাদের কাছে খবর পৌছেছে যে তাদের মধ্যে অনেকেই রাফিদাদের কাছ থেকে পালানোর ব্যাপারে মনোস্থির করেছে কিন্তু তারা তা করতে পারছে না আমদের হাতুড়ির ভয়ে। আল্লাহ এবং মুসলিমদের সামনে ওযরপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। এবং বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতি এবং উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিবর্গের আবেদনের এবং সে অনুযায়ী আমিরুল-মু'মিনিনের সাড়া দানের ভিত্তিতে আমরা সাহাওয়াত এবং রাফিদাদের -আর্মি এবং পুলিশ- এর মধ্যে বিদ্যমানদের একটি চূড়ান্ত সুযোগ প্রদান করছি এবং আমরা তাদের আরও একবার তাওবাহ করার আহ্বান জানাচ্ছি। এই আহ্বান হচ্ছে কোন ব্যতিক্রম ব্যতীত তাদের সবার জন্য, আমরা তাদের অফিসার এবং অপরাধীদের

বাদ দিচ্ছি না, এবং তাদের সত্যবাদিতার চিহ্ন হিসেবে তাদের অস্ত্র সমর্পণ ছাড়া আর কোন শর্ত প্রদান করছি না।

এইবার আমরা তাদের কারও তাওবাহ গ্রহণ করা থেকে বাদ দিচ্ছি না, এমনকি হাদিসার জাগ্বাইফাহ গোত্রেরও না যারা বারবার ইরতাদ (ধর্মত্যাগ) করেছে, এবং আমরা শক্তিশালী অবস্থান থেকে কথা বলছি, বর্তমানে হাদিসা আমাদের অবরোধের মধ্যে আছে এবং যেকোন মুহূর্তে আমরা তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারি। এই হচ্ছে সবার জন্য এবং মুরতাদদের জন্য এক মহামূল্যবান সুযোগ, তাই সুযোগ গ্রহণ করো এবং এই ফজিলতপূর্ণ মাসে তাওবাহ করো। হয়ত আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন।

এবং যদি আল্লাহ আমাদের উপর রহম করেন এবং আমরা তোমাদের তাওবাহ'র পূর্বে হাদিসায় প্রবেশ করি, তাহলে আমি কসম করে বলছি, আমরা তোমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উদাহরণ বানাবো, এমন হবে যে লোকেরা হাদিসার পাশ দিয়ে যাবে, আর বলবে, "এখানে একদা জাগ্বাইফাহ নামের গোত্র ছিলো এবং জাগ্বাইফাহ'র ঘর-বাড়ি ছিলো।"

একইভাবে, আমরা শাম এবং লিবিয়ার বিভিন্ন দলের সৈন্যদের প্রতি আমাদের আহ্বান নবায়ন করছি। আমরা তাদের আহ্বান করছি, তারা যেনো দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করে নেয়, যা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব দ্বারা শাসন করে। হে ফিতনাহে আপতিত ব্যক্তি, দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধ করার আগে মনে করে নাও, দাওলাতুল ইসলামের ভূমি ছাড়া পৃথিবীর বুকে এমন কোন ভূমি নেই যেখানে আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত এবং হুকুম পুরোপুরি আল্লাহর জন্য। জেনে রাখ, যদি তুমি তা থেকে এক বিঘত পরিমাণ জমি বা একটি গ্রাম অথবা একটি শহর দখল করতে সক্ষম হও, তাহলে সেখানে আল্লাহর বিধান মানব রচিত আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। তারপর নিজেকে প্রশ্ন করো, "তার ব্যাপারে (শরীয়াহ'র) হুকুম কি, যে আল্লাহর শরীয়াহকে মানব রচিত আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে বা তা করতে সাহায্য করে?" হ্যাঁ, সেই কারণে তুমি একজন কাফিরে পরিনত হবে। তাই সাবধান,

দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের করণে তুমি কুফরে পতিত হবে, তুমি তা উপলব্ধি করো আর না করো।

তারপর ঐসব অজুহাতের ব্যাপারে চিন্তা করো, যার দ্বারা জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারীরা তোমাকে দাওলাতুল ইসলামের সাথে লড়াই করতে উৎসাহীত করছে। তুমি দেখতে পাবে সবগুলো হচ্ছে মিথ্যা অজুহাত। তাই চিন্তা করো এবং ভেবে দেখো, হে ফিতনায় আপতিত সৈনিক, ইনসাফের চোখ দিয়ে অবলোকন করো, কোন দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট চোখ দিয়ে নয়। শরীয়াহ'র অবস্থান এবং দলিল সমূহের দিকে দেখো এবং তারপর জ্ঞানী গর্দভদের ফাতওয়ার দিকে যেও না যারা হোঁচুট খেয়েছে এবং আবর্জনার মধ্যে পতিত হয়েছে। তাদের খ্যাতি দ্বারা নিজেকে ধোঁকাগ্রস্থ হতে দিও না, যদিও লেখা এবং লেখক হিসেবে তাদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, কারণ তারা কখনই ত্বাগুতের কোল ত্যাগ করে নি, না তারা কখনো জিহাদে বের হয়েছে। তারা সারা জীবন তাদের কক্ষের নারীদের সাথে কটিয়েছে এবং মুজাহিদিনদের ভুল-ত্রুটি অন্বেষণ করে বেড়িয়েছে। যদি তারা রিবাত করে থাকে, তাহলে তাদের রিবাত হচ্ছে টুইটারের যুদ্ধক্ষেত্রে, আর যদি তারা কখনও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে স্যাটেলাইট টিভিতে তাদের সাক্ষাৎকার আকারে। তারা আল্লাহর রাহে একটি বুলেটও কখনো ছুঁড়ে নি, না তারা মুজাহিদিনদের যুদ্ধক্ষেত্রের কোন প্রেক্ষাপট অথবা পর্ব প্রত্যক্ষ করেছে।

যদি তাদের কেউ একজন কোন দলে যোগদান করতে চায়, তাহলে তারা সম্ভবত তাকে গ্রহণ করবে না। আর যদি সে গৃহীত হয়েও যায়, সে সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না, হয় সে তাদের অবাঞ্ছিত মনে করে ত্যাগ করবে অথবা তারা তাকে ত্যাগ করবে। আর যদি কেউ বিষয়টি ভালো করে অবলোকন করে, তাহলে সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, সম্ভবত এটা হচ্ছে তার অহংকার যা তাকে জিহাদে বের হওয়া থেকে বিরত রেখেছে, তার অন্তরাত্মা তাকে অন্য নেতার অধীনস্থ হতে দেবে না। এটা হতে পারে যে, সে কখনও কোন যুদ্ধে যোগদান করার কথা ভাবে নি এবং না কখনো ভাববে।

এবং এই সব কিছুর পর, জিহাদে না গিয়ে বসে থাকার কারণে গুনাহগার হয়েও সে নিজেকে জিহাদ এবং মুজাহিদিনদের উপর কর্তৃত্বশীল করতে চায়। কখনও না!

[কবিতা]

হে ফিতনাগ্রস্থ সৈনিক, কাদের কাছ থেকে তুমি তুমার দ্বীন গ্রহন করছো? সে ব্যাপারে সাবধান হও এবং তোমার রবের কাছে তাওবাহ করো, যাতে তিনি তোমার উপর রহম করেন এবং তোমাকে হিদায়াত দান করেন। তাছাড়া, তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করো নি, হে দলসমূহ ও সাহাওয়াত? দশ বছর আগে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী তোমাদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো নি? দাওলাতুল ইসলামের সাথে বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী দলগুলো এখন কোথায়? সাহাওয়াতরা কোথায়? হে লিবিয়ার দলসমূহ, তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করো নি? হে দারনাহ'র সাহাওয়াত, তোমরা কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করো নি? তোমরা কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করো নি, হে খোরাসানের দলসমূহ? দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা কি অর্জন করবে? তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে নিজ হাতে নিজের কবর খুঁড়তে চায় বা চায় তার মাথা কাটা যাক অথবা তার ঘর-বাড়ি ধ্বংস হোক? দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা কি অর্জন করবে, হে দলসমূহ? তোমরা কি মনে করো তোমরা একে সমূলে উৎপাটন করতে পারবে? তোমরা কি নিজেদের ইরাকের আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত সাহাওয়াত এবং তার মিত্রদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী মনে করো? তোমরা শামের দলসমূহ এবং তাদের সাহাওয়াতদের কাছ থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

হে সর্বত্র থাকা দলসমূহ, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ বন্ধ করো এবং তোমাদের রবের কাছে তাওবাহ করো। এর (দাওলাতুল ইসলামের) এবং ইহুদী,ক্রুসেডার আর ত্বাগুতদের মধ্যে দাঁড়িও না। আর যারা তার সাথে যুদ্ধ করতে জিদ করে, পরবর্তীতে সে যেন বিলাপ না করে বা তীব্র শোকে নিজেকে যেন না চাপড়ায় অথবা নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে যেন দোষারোপ না করে।

হে সর্বস্তরের আহলুস-সুন্নাহ, বিশেষ করে জর্ডান, বিলাদ-আল হারামাইন এবং লেবাননে থাকা আমাদের জনগণ, যদি আপনারা ইরাক এবং শামের সুন্নীদের সাহায্য করতে এগিয়ে না আসেন, তাহলে নিজেকে সাহায্য করুন। নিজেদের অবস্থাকে ঐ লোকের মতো করবেন না যে বলেছিলো “সাদা ষাঁড় যেদিন ভোজন করা হয় সেদিন আমিও ভোজিত হয়েছি।” এবং যদি আপনাদের ঈমান হ্রাস পায়, দ্বীনের প্রতি আনুগত্য কমে যায়, আপনাদের উৎসাহ হারিয়ে যায় এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকেন, তাহলে নিজের মর্যাদা এবং পুরুষত্বকে মরতে দিবেন না, কিভাবে আপনারা আপনাদের ঘরসমূহে আনন্দের সাথে বসবাস করেন এবং নিজেদের জীবনকে উপভোগ করেন, যখন আহলুস-সুন্নাহর মধ্য থেকে আপনাদের ভাইরা খুন হচ্ছে এবং নিজেদের ভূমি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে, তাদের ঘরসমূহ ধ্বংস করা হচ্ছে, তাদের সম্পদ লুট করা হচ্ছে এবং তাদরে নারীদের অপমানীত করা হচ্ছে? তা ক্রুসেডারদের যুদ্ধ-বিমানসমূহ ছাড়া সম্ভব হয়নি যা আপনাদের মধ্য থেকে, আপনাদের সম্পদ থেকে অর্থায়িত হয়েছে এবং আপনাদের তেল দ্বারা জ্বালানী সরবরাহ করা হয়েছে।

আল্লাহ আপনাদের শাসকদের উপর লা’নত বর্ষণ করুন! এবং যারা তাদের সাথে মিত্রতা করে এবং তাদের সমর্থন করে তাদের উপরও আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হোক! কপট আলেম, ঐ জ্ঞানসম্পন্ন গর্দভরা, যারা আপনাদেরকে তাদের ফাতওয়া দ্বারা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, ত্বাগুতদের সাহায্য করেছে এবং তাদের সিংহাসনকে সংহত করেছে, তাদের উপরও আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হোক। জেগে উঠুন, হে লেবানন, জর্ডান আর বিলাদ আল-হারামাইনের আহলুস-সুন্নাহগণ! আপনাদের দুর্নীতিগ্রস্থ কাফির শাসকদের বিরুদ্ধে জেগে উঠুন। অনুতপ্ত হওয়ার আগে এবং যখন আপনাদের অনুতাপ আপনাদের কোন কাজে আসবে না, তার আগে তাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠুন।

ইয়েমেনের লোকদের মতো ঘুমিয়ে থাকবেন না যারা ঘুমিয়ে ছিলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না ত্বাগুতরা তাদের ভূমির প্রতিটি অংশে রাফিদাদের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং তারপর আপনারা তা নিভাতে দৌড়ে আসেন আর ততক্ষণে তা আপনাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং আপনারা তা নিভাতে অক্ষম।

[কবিতা]

হে লেবানন, জর্ডান আর বিলাদ আল-হারামাইনে আমাদের জনগণ, আমরা বছরের পর বছর ধরে আপনাদের সতর্ক করেছি। রাফিদারা আপনাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সাথে আপনাদের যুদ্ধ সন্দেহাতীতভাবে আসন্ন, অতঃপর হয় আপনারা এখনই বেরিয়ে যাবেন এবং তাদের প্রতিহত করবেন, অথবা ঘুমিয়ে থাকবেন এবং পরবর্তীতে ইরাক, শাম এবং ইয়েমেনের লোকেদের মতো হত্যা, কারাবাস, উচ্ছেদ, বসতি ধ্বংস হওয়া, সম্পত্তির লুট হওয়া এবং তাদের নারীদের অসম্মানের সাথে জেগে উঠার মতো জেগে উঠবেন।

[কবিতা]

ইহুদীদের খচ্চর, পরাজিত ওবামা, তার অক্ষম দল, দুর্বল জোট এবং তার পরাভূত সেনাবাহিনীর প্রতি আমরা বলি: ইতিহাসে আমরা কখনও ট্যাকটিকাল অবনতির কথা শুনি নি। কিন্তু আমরা ওয়াদা করছি ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য আরও অনেক ট্যাকটিকাল অবনতির, ইনশা'আল্লাহ, এবং আশ্চর্যের পর আশ্চর্য। তাই অপেক্ষায় থাকো, আমরাও অপেক্ষায় আছি।

এবং আমরা আল-কাওকাযে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের উলাইয়াহ ঘোষণার উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা তাদেরকে তাদের বাইয়াহ'র জন্য এবং খিলাফাহ'র সৈন্যসারিতে যোগদানের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমিরুল-মু'মিনিন আপনাদের বাইয়াহ গ্রহণ করেছেন এবং শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল-ক্বাদরীকে আল-কাওকাযের জন্য ওয়ালী নিযুক্ত করেছেন এবং তাকে ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাকওয়াহ অবলম্বনের জন্য আর তাঁর সাথে যারা আছেন তাদের প্রতি দয়া এবং কোমলতা প্রদর্শনের জন্য উপদেশ প্রদান করেছেন। আমরা আল-কাওকাযের সকল মুজাহিদিনকে এই বহরে যোগদান করতে এবং গুনাহ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে তাঁর কথা শুনা এবং মান্য করার জন্য উপদেশ প্রদান করছি। এবং আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আপনাদের

দৃঢ়পদ করেন, আপনাদের সাহায্য করেন এবং আপনাদের জন্য বিজয় দান করেন।

আমরা খোরাসানের সকল মুজাহিদিনদেরকে- যারা সত্যবাদিতার সাথে আল্লাহর শরীয়াত প্রতিষ্ঠা করার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন - খিলাফাহ'র সৈন্যসারিতে যোগদান করার অহ্বান জানাচ্ছি। আমরা তাদের নিজেদের মতানৈক্য, দল, পার্টি আর গ্রুপগুলোর মধ্যকার মতানৈক্য ত্যাগ করার জন্য আহ্বান করছি, কারণ খিলাফাহ সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করছে -শামী, ইরাকী, ইয়েমেনী, মিশরীয়, ইউরোপিয়ান, আমেরিকান এবং আফ্রিকান সবাইকে। তা আরব-আজমকে এক করছে। তা হানাফী, শাফী'ই, মালিকী আর হাম্বলী সবাইকে এক করছে। তাই আপনাদের খিলাফাহ'র দিকে আসুন, কারণ আপনারা লম্বা সময় ধরে যুদ্ধ করেছেন একে পুনরুদ্ধার করতে এবং আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে। তা এখন প্রস্তুত, পুনরুজ্জীবিত, অতঃপর এর সৈন্যসারিতে যোগদান করুন এবং ইহুদীদের মতো হবেন না, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, {অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছাল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। }[আল-বাকারাহ:৮৯]। অতঃপর আসুন এবং আপনার রব এবং আপনার দ্বীনের প্রতি আপনার মিত্রতা প্রদর্শণ করুন, আপনার জাতি, জনগণ, ভূমি কিংবা দলের প্রতি নয়।

এবং খোরাসানে অনেকে আছে যারা নিজেদের আল্লাহর রাহে মুজাহিদ দাবি করে, যখন তাদের মিত্রতা পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা এবং অন্যান্যদের সাথে। আমরা সে সকল লোকদের সতর্ক করছি এবং তাওবাহ করার জন্য আহ্বান করছি। যারাই তাওবাহ করে না এবং তাদের তাওবাহ ঘোষণা করে না, তারা যেন নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে। হে মুজাহিদিন, এদের প্রতি কোন করুণা বা দয়া প্রদর্শন করবেন না।

সে সর্বত্র থাকা দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ! এই হচ্ছে আপনাদের যুদ্ধক্ষেত্রসমূহ, এই হচ্ছে আপনাদের অস্ত্র-সমূহ এবং এই হচ্ছে রামাদান। আল্লাহর সামনে নিজের নিয়্যাতকে নবায়ন করুন। তাঁর প্রতি সৎ হোন। তা নবায়নের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বন করুন এবং আপনার ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক

বিষয়াদীর ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে তাওবাহ করুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বেশি বেশি করে তাওবাহ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন। জেনে রাখুন, আল্লাহ মুজাহিদিনদের প্রতিটি যুদ্ধে বিজয় দানের ওয়াদা করেন নি। বরং, আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ হচ্ছে জয় পরাজয়ের দিনগুলো পালাক্রমে আসে এবং যুদ্ধে ঘাত-প্রতিঘাত আছে। আল্লাহ তায়াল বলেন, {তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। }[আল-ইমরান:১৪০]। তাই আল্লাহর রাহে মুজাহিদিনরা একটি বা কতক যুদ্ধে পরাজিত হতে পারে। বরং দুর্ঘটনা তাদের আক্রান্ত করতে পারে এবং এইভাবে তারা শহর এবং এলাকা সমূহ হারায়, কিন্তু তারা মোটেও পরাজিত নয়, কারণ আল্লাহ চূড়ান্ত পরিণতি এবং বিজয় তাদের জন্যই রেখেছেন, যদি তারা তাঁকে ভয় করে এবং ধৈর্য্য ধারণ করে। কিন্তু তার আগে, ছাটাই এবং পরীক্ষা করা জরুরী। তাই যদি আপনারা ভূমি হারান, তাহলে আপনারা তা আবার দখল করবেন এবং আগের তুলনায় বেশি, ইনশা'আল্লাহ, এমনি যদিও তা কিছু সময় পর হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহর ইচ্ছায়, চূড়ান্ত বিজয় এবং সংহতি আপনাদের জন্যই। আল্লাহর দুশমনরা আপনাদের সম্মুখে। তাদের সর্বত্র আক্রমন করুন। তাদের পায়ের নিচের ভূমিকে কম্পিত করুন। ধৈর্য্য ধারণ করুন, দৃঢ়তা অবলম্বন করুন, কারণ আল্লাহ আপনাদের সাথে আছেন।

হে মুসলিমগণ, এই হচ্ছে এক ফজিলতপূর্ণ দিনের বরকতময় সময়। আমি দোয়া করবো, অতঃপর আপনারা বলুন, আমিন। হে আল্লাহ, প্রতিটি জায়গায় আপনার রাহে লড়াই করা মুজাহিদিনদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ, তাদের হৃদয়ে দৃঢ়তা দান করুন, তাদের পদক্ষেপকে অনড় করুন এবং তাদের মহান বিজয় আর পরিষ্কার কর্তৃত্ব দান করুন। হে আল্লাহ, এই মাসকে সকল স্থানের মুসলিমদের জন্য বিজয়ের মাসে পরিণত করুন এবং সকল স্থানের কুফফারদের জন্য এ মাসকে দুর্যোগ, পরাজয় আর অপমানের মাসে পরিণত করুন। হে আল্লাহ, আপনি তাদের সাথে ন্যায্য আচরণ করুন যারা আপনার রাহে লড়াইকারী মুজাহিদিনদের রক্তকে হালাল ঘোষনা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে এই অজুহাতে লড়াই করে যে তারা খাওয়ারিজ। হে আল্লাহ, তাদের ঐক্যকে চূর্ণ করে দিন, তাদের জমায়েতকে ভেঙ্গে দিন এবং তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিন। হে আল্লাহ, আপনি ঐসকল লোকদের সাথে ন্যায্য আচরণ করুন যারা আপনার রাহে লড়াইকারী মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অন্যান্যদের উৎসাহিত করে এবং তাদের হত্যা করার রায় দেয়, এই অজুহাতে যে তারা খাওয়ারিজ। হে আল্লাহ, তাদের উপর রোগব্যধি এবং

দুর্যোগ আপতিত করুন। হে আল্লাহ, তাদেরকে লোকদের জন্য উদাহরণ আর সর্তকতার উপলক্ষ্য বানিয়ে দিন। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আপনি সম্মানিত। নিশ্চয় আমরা জালেমদের অন্তর্গত ছিলাম। হে আল্লাহ, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি সালাত এবং সালাম প্রেরণ করুন। এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রতি, যিনি সকল সৃষ্টিকূলের রব।